বীজ প্রযুক্তি ও বীজের মান নিয়ন্ত্রণ

কলাকৌশল

অর্থবছর: ২০২১-২২

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

জামালপুর

বীজ প্রযুক্তি ও বীজের মান নিয়ন্ত্রণ

কলাকৌশল

প্রকাশকাল: মে ২০২২ খ্রি.

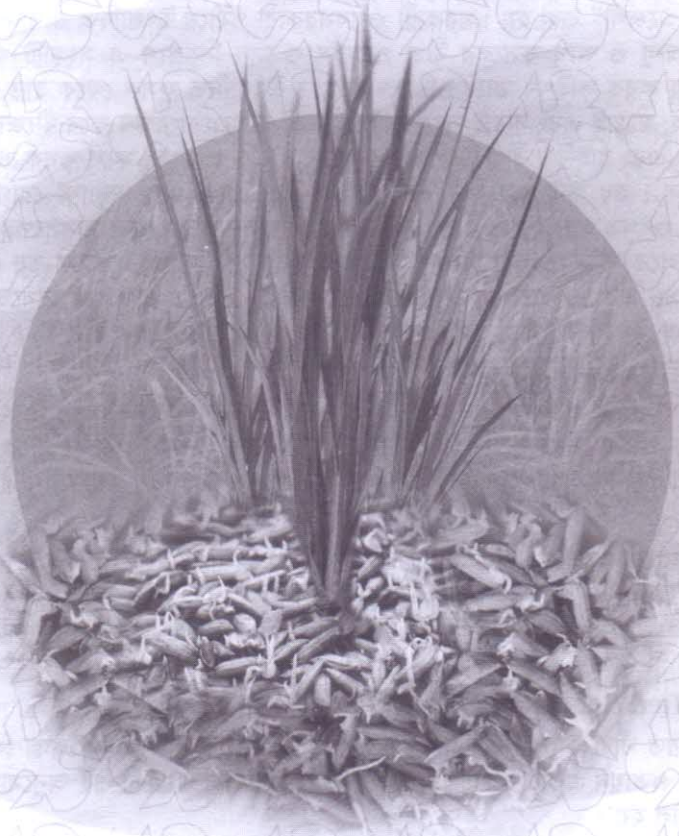

সূচীপত্র

০২ - ০৩	মানসম্পন্ন বীজ এবং বীজের মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ভূমিকা
০৪ - ০৯	বীজ থেকে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি
০৯ - ১৩	বীজ মাঠ বা স্কীম পরিদর্শণে করনীয়
১৪ - ২০	বীজ আইন ২০১৮

মানসম্পন্ন বীজ এবং বীজের মান নিয়ন্ত্রণে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ভূমিকা

বাড়ছে মানুষ, বাড়ছে না জমি। মানুষের খাদ্য চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলছে, বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমান সময়ে কৃষির মূল চ্যালেঞ্জ। কৃষির উন্নয়নে বীজই প্রধান ও মুখ্য উপকরণ। বীজ ভাল না হলে সার সেচ দিয়ে কোন লাভ হবে না, মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারে শতকরা ১৫-২০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উন্নত জাত ও মানের বীজের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুশেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বীজের মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে "বীজ অনুমোদন সংস্থা" ২২ জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক ২২ নভেম্বর ১৯৮৬ তারিখে এর নামকরণ "বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী" করা হয়। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত নোটিফাইড ফসল যথাঃ ধান, গম, পাট, আলু ও আখ ফসলের বীজ প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণে এ সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আগে আমাদের কৃষক ভাইগণ তাদের নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে হাত বাছাইয়ের মাধ্যমে ভাল কিছু বীজ আলাদাভাবে সংগ্রহ, মাড়াই এবং বাছাই করে ভালভাবে তা শুকিয়ে সংরক্ষণ করে বীজের চাহিদা পূরণ করতেন। দিন দিন বহুসংখ্যক উন্নতমান এবং হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষক ভাইগণ এখন আগের মত বীজ নিজেরা সংরক্ষণ করে না। শুধু তাই নয় দিন দিন বীজ বাহিত রোগ এবং অন্যান্য রোগ বালাই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষকদের নিজস্ব বীজের গুণগত মান বজায় থাকে না। ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের কোন বিকল্প নাই। মানসম্পন্ন বীজ বলতে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক প্রত্যায়িত বীজকেই বুঝানো হয়। প্রত্যায়িত বীজের ক্যাটাগরী বাংলাদেশ বীজ বিধি ১৯৯৮ এর ১৮ ধারা মোতাবেক বীজকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে-

(ক) মৌল বা প্রজনন বীজ, (খ) ভিত্তি বীজ, (গ) প্রত্যায়িত বীজ, (ঘ) মানঘোষিত বীজ।

মৌল বা প্রজনন বীজ (Breeder Seed):

উদ্ভিদ প্রজনন প্রতিষ্ঠান বা কোন প্রজনন বিদের ঘনিষ্ট ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে উৎপন্ন এবং যা থেকে ভিত্তি শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করা হয় তাকে প্রজনন বীজ বলে। এই বীজের সর্বাধিক কৌলিক বিশুদ্ধতা থাকে। অনুমোদিত বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো প্রজনন বীজ। প্রজনন বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন করা হয়। এ বীজের ট্যাগের কালার সবুজ হয়।

ভিত্তি বীজ (Foundation seed):

বীজের পরবর্তী বিস্তার ঘটানোর জন্য মৌলিকভাবে শনাক্ত করণযোগ্য জাতের প্রাথমিক উৎসকে ভিত্তি বীজ বলে। ভিত্তি বীজে কৌলিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতের বিশুদ্ধতা বিদ্যমান থাকে। ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যায়িত যে বীজ উৎপাদন করা হয়। এ বীজের ট্যাগের কালার সাদা হয়।

প্রত্যায়িত বীজ (Certified Seed):

ভিত্তি বীজ থেকে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। যাতে বংশগত ও বাহ্যিক বিশুদ্ধতা নির্ধারিত মানে থাকে। বীজের গুণাবলী সংরক্ষণের জন্য প্রত্যয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এই অনুমোদনের কাজটি করে থাকে। এ বীজের ট্যাগের কালার নীল হয়।

মানঘোষিত বীজ (Truthfully labeled seed: TLS):

উপরে তিনটি শ্রেণীর বীজ ছাড়া অন্য যে বীজ উৎপাদনকারী নিজেই উৎপাদন করে এবং নিজেই বীজের মাননিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেই ঘোষনা দেয় তাহাই মানঘোষিত বীজ। তিনি নিজস্বভাবে যাচাইপূর্বক ব্যাগ বা বস্তার গায়ে তথ্য লিপিবদ্ধ করবে। উহার মান নূন্যতম প্রত্যায়িত বীজের মানের সমতুল্য হতে হবে। এই বীজ মার্কেট মনিটরিংয়ের মাধ্যমে যাচাই করার বিধান রয়েছে। এ বীজের ট্যাগের কালার হলুদ হয়।

ট্যাগ (Tag):

বাংলাদেশ আইন (১৯৭৭) অনুসারে বীজের নমুনায় নিম্নলিখিত বর্ণের ট্যাগ ব্যবহার করতে হয়ঃ-

(ক) প্রজনন বীজ-সবুজ ট্যাগ, (খ) ভিত্তি বীজ-সাদা ট্যাগ, (গ) প্রত্যায়িত বীজ-নীল ট্যাগ, (ঘ) মানঘোষিত বীজ-হলুদ ট্যাগ।

ভালোবীজ (good seed):

ভালো বীজ কাকে বলে:

ভালো বীজ বলতে আমরা ঐসব বীজকে বুঝি, যার জাত বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজ বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা, আকার, আকৃতি, স্বাস্থ্যগত অবস্থা, বর্ণের উজ্জ্বলতা ইত্যাদি। বিশেষভাবে উন্নতজাতের ভালো বীজ ব্যবহার করে ফলন ২০% বাড়ানো সম্ভব।